ভোরের কাগজ

MAR. 0 8 2000

144

তারিখ ... ... MAR 07 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকলের অভিযোগে ঢাকা বোর্ডের ৪টি কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত

আরো ১০টি বাতিল করা হচ্ছে

মানস ঘোষ : চলতি এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের অভিযোগে ঢাকা বোর্ডের চারটি কেন্দ্র বাতিল করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে। কেন্দ্রগুলো হচ্ছে সাভার, ধামরাই, শিবপুর ও কাপাসিয়া। ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, আরো ১০টি কেন্দ্র বাতিল করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা গেছে, বোর্ড কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত পরিদর্শক টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে এই চারটি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। কেন্দ্র সচিবকে লেখা কারণ দর্শানোর নোটিশে নকল প্রতিরোধে ব্যর্থতা এবং বিধিবহির্ভূতভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র কেন বাতিল করা হবে না এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

● এরপর পাতা ১ কলাম ৬

নকলের অভিযোগে কেন্দ্র বাতিল

● প্রথম পাতার পর

সূত্র জানায়, পরিদর্শক টিমের রিপোর্টে গত ২ মার্চ ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্র চারটিতে ব্যাপক নকল এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগতরা প্রবেশ করে গোলযোগ সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কেন্দ্র চারটি বাতিলের ব্যাপারে বোর্ড কর্মকর্তারা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিদর্শক টিমের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আরো প্রায় ১০টি কেন্দ্র বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এদিকে ঢাকা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মনে করেন প্রভাবশালী মহলের চাপ না থাকলে নকলপ্রবণতায় অনেক কেন্দ্র বাতিল হয়ে যেতো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, ঢাকার ২১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে কালো তালিকাভুক্ত প্রায় ৫০টি কেন্দ্র রয়েছে- যেগুলোতে প্রতি বছরই নকল এবং নকল করতে না দেওয়ায় গোলযোগ হয়। বোর্ডের পক্ষ থেকে এই কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা অনুষ্ঠান না করার জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগও নেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায়, কেন্দ্র বাতিলের কথা জানাজানি হলেই তদ্বির শুরু হয়। এমনকি বোর্ড কর্মকর্তাদের হুমকিও দেওয়া হয়।

বোর্ডের ঐ কর্মকর্তা বলেন, সবচেয়ে বড় [illegible] সমস্যা হয়; নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলোর পক্ষে সাফাই গেয়ে স্থানীয় প্রশাসনও কখনো কখনো মুচলেকা দেয়। এর ফলে বোর্ডকে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রগুলো বহাল রাখতে হয়। জানা গেছে, এ বছর ঢাকা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগে কালো তালিকাভুক্ত মাত্র তিনটি কেন্দ্র বাতিল করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে জামালপুরের ইসলামপুর কেন্দ্র বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা শুরুর এক সপ্তাহ আগে নেওয়া হয়। বিভিন্ন মহলের চাপে আরো আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। বোর্ড কর্মকর্তারা মনে করেন, কালো তালিকাভুক্ত সবগুলো কেন্দ্র বাতিল করে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে নকলপ্রবণতা আর পরীক্ষা কেন্দ্রকে ঘিরে গোলযোগ অনেকাংশে কমে আসবে।